দৈনিক বাংলা

১২

তারিখ ... 20 DEC 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৮

শিক্ষা ও চারিত্রিক বিকাশ

প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষা ও সনদ গ্রহণের পাশাপাশি চরিত্র গঠনে যত্নশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট বুধবার নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণে চারিত্রশক্তির ওপর জোর দিয়ে বলেন, বিদ্যা-শিক্ষা, জ্ঞানার্জন, বুদ্ধিমত্তার বিকাশ অবশ্যই মঙ্গলজনক, তবে এর কোনটিই চারিত্রিক মহত্ত্বের বিকল্প হতে পারে না। পরিবর্তনশীল সামাজিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা প্রেসিডেন্টের এ আহ্বানকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং প্রনিধানযোগ্য মনে করি।

শিক্ষার মূল লক্ষ্যই হচ্ছে ব্যক্তিত্ব বা চরিত্রের বিকাশ। ব্যক্তিত্বের স্বরূপই চারিত্রিক পরিচিতির নির্ধারক। শিক্ষার ব্যবহারিক দিক বা দক্ষতার মাত্রাও চরিত্র বা ব্যক্তিত্বের বিকাশের ওপর নির্ভরশীল। ব্যক্তিত্ব বা চারিত্রিক বিকাশ উপেক্ষিত থাকলে তাই শিক্ষার লক্ষ্যই বানচাল হয়। সমকালীন পারিপার্শ্বিকতার প্রতি দৃষ্টি ফেরালেই দেখা যাবে, শিক্ষার ব্যবহারিক দিকটি যত গুরুত্ব পাচ্ছে, ততই মূল্যবোধের অবক্ষয় প্রকটতর রূপ নিচ্ছে। এর কারণ একটাই, ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্র বিকাশের দিকটি উপেক্ষিত থাকছে। শিক্ষার এ অপূর্ণতা আমাদের অবশ্যই দূর করতে হবে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, প্রচলিত অর্থে চরিত্র বলতে আমরা কতিপয় সামাজিক বা ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা মেনে চলাকেই বুঝে থাকি। সামাজিক বিধি-নিষেধ মেনে চলারও অবশ্যই প্রয়োজন আছে। তবে এই খন্ডিত অর্থের চরিত্র আমাদের উদ্দিষ্ট বা কাম্য চরিত্রের স্বরূপ নয়। শিক্ষার মাধ্যমে আত্মশক্তির বিকাশ এবং কল্যাণকামী জীবন গড়ে তোলাই হচ্ছে এর সার কথা। আর তেমন একজন শিক্ষিত বা চরিত্রবান মানুষই পারেন তার সামাজিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সমাজকে কল্যাণ বা প্রগতির পথে এগিয়ে নিতে। চরম দুরবস্থায়ও আদর্শে অটল থাকার শক্তি আর প্রেরণা তেমন শিক্ষাই দিতে পারে।

শিক্ষার সঙ্গে চারিত্রিক বিকাশের দূরত্ব ঘটার ফলেই আজ দেখা যাচ্ছে, শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়লেও মূল্যবোধের অবক্ষয় থামছে না। সামাজিক অগ্রগতি তো পরের কথা, অস্তিত্ব রক্ষাই প্রধান চিন্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ অবস্থা থেকে উদ্ধারের একমাত্র পথ হচ্ছে তরুণ সমাজকে চরিত্রবলে বলীয়ান করে তোলা। সমাজ যেখানে ব্যর্থ, তরুণদেরই তার নেতৃত্ব নিতে হবে। শিক্ষাকে চরিত্র গঠনের বা বিকাশের কাম্য উদ্যোগও তাই তরুণদেরই নিতে হবে। প্রেসিডেন্টকে ধন্যবাদ, তিনি এই অতি জরুরী করণীয়ের প্রতি আমাদের তরুণদের মনোযোগ আকর্ষণ করলেন।